বিবেকের কাছে কিছু প্রশ্ন

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানবিকতা, মমতা, সততা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, দয়া, দরদ .... এ সবই মানব চরিত্রের মৌলিক ধর্ম । হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান নির্বিশেষে সকল মানুষের মানবিক ধর্ম । মনুষ্যত্বের পরিচায়ক এই ধর্ম বা গুণগুলির মূল্য যেন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে । আমাদের মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ।

কিন্তু কোনো মূল্যবোধ ত' নিজে থেকে হারায় না ; আমরা, সামাজিক মানুষরা তাদের হারিয়ে ফেলি । . . . দায়িত্ববোধ থেকে আমরা ক্রমাগত বিচ্যুত হয়ে চলেছি ।

অনেকেই বলেন -- সমাজব্যবস্থা দায়ী , ব্যক্তির কী করার আছে ?

সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে 'রাষ্ট্র '। রাষ্ট্রের দায়িত্ব সমাজের মানুষের কল্যাণ করা, দুর্নীতি আর অমানবিকতাকে দমন করা । অথচ বাস্তবে কী হচ্ছে তা ত' আমরা প্রতিদিনই দেখছি । 'রাষ্ট্র' যেন আমাদের নয়, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তদের জন্য নয় । সে অনায়াসে তার দায়িত্বকে অগ্রাহ্য করেও টিকে থাকে । সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর মর্যাদা, ন্যূনতম খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসার ব্যবস্থা, দুর্নীতি- বৈষম্য-বঞ্চনা দূর করা -- কোনো দায়িত্বই রাষ্ট্র পালন করে না ।

তাহলে, রাষ্ট্র বা সরকার যদি দায়িত্বহীন হয়, আমরা ব্যক্তিমানুষেরাও কি দায়মুক্ত হয়ে থাকবো ? নিজেদের দায়বদ্ধতাকে বাঁচিয়ে রাখবো না সুস্থ সমাজ-সংস্কৃতির স্বার্থ্যে ? কেন তা করছি না আমরা ? কেন হারিয়ে ফেলছি মূল্যবোধ, সহানুভূতি, মানবিকতা ?

প্রশ্নগুলো সহজ কিন্তু উত্তর মেলে না সহজে । স্বার্থপরতায় গুটিয়ে যেতে যেতে আমাদের মানবিক বোধগুলি হয়তো তলায় থিতিয়ে পড়েছে ; একটু নাড়াচাড়া করলেই ওপরে উঠে আসতে পারে । সেই প্রত্যাশাতেই এই নতুন কলাম । আমাদের সকলের **বিবেকের কাছে প্রশ্ন** । পাঠকদের উত্তর একান্তভাবে জরুরী ।

আমাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন

আপনার মতামত

১

বাচ্চার হাত ধরে প্যান্ডেলে গেছেন ঠাকুর দেখাতে । ওখানে ছোট ছেলেমেয়েরা ছোটাছুটি করে খেলছে । অনেকের হাতেই খেলনা বন্দুক । ফট. ফট. করে ক্যাপ ফাটছে চারদিকে । আপনার নজর চলে গেল রোগাটে মলিন চেহারার অপরিচ্ছন্ন একটা বাচ্চার দিকে । সে মহা উৎসাহে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে আর ফেলে দেওয়া লাল ক্যাপের পাতার টুকরো কুড়োচ্ছে । ওর কোনো বন্দুক নেই, কে কিনে দেবে ? ওই কুড়োন ছেঁড়া ক্যাপের পাতার দু'চারটে না-ফাটা ক্যাপ সে পাথরের ওপর রেখে একটা ঢিল দিয়ে মেরে মেরে ফাটাতে চেষ্টা করছে । এক-একটা ফাটছে, আর ওর মুখ আনন্দে উজ্বল হয়ে উঠছে ।

আপনি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন ওই ছেলেটার দিকে, মন দুর্বল হয়ে আসছিল । তখনই আপনার বাচ্চা আপনাকে টানাটানি শুরু করল - ‘‘ আমার একটা বন্দুক চাই । এখ.খুনি কিনে দাও । বললেন - দেব । ‘‘ না, এখনি দাও । ওরা সবাই ফাটাচ্ছে .... ।’’

আপনি বাচ্চাকে সামনের দোকানে নিয়ে গেলেন । ঝকঝকে একটা ক্যাপ-পিস্তল কিনে দিলেন । ভুলে গেলেন ওই ছেলেটার কথা ।
কেন আমরা ভুলে যাই ?

২

ঠান্ডা পড়েছে খুব । আপনার প্রিয় কুকুর টমির জন্য গ্যারাজের সামনে কাঠের ঘর করা আছে । ওকে মোটা উলের জামাও পরানো আছে । তবু রাতে অনেকক্ষণ ধরে কোঁ কোঁ করছে । ঠান্ডায় ওর কষ্ট হচ্ছে খুব । দু’একবার কেঁদেও উঠেছে জোরে ।

আপনি টর্চ নিয়ে উঠলেন । বাইরের আলো জ্বেলে টমিকে কোলে করে ঘরে নিয়ে এসে শুইয়ে দিলেন নরম গদিটার ওপর । ও কাঁপছিল । আরেকটা ছোট কম্বল ওর গায়ে চাপা দিলেন ।

অত রাতে উঠেছেন-ই যখন, একবার টর্চ নিয়ে বাড়ীর গেটের তালাটা চেক করতে গেলেন । ঠিকই আছে । ফিরে আসছেন , হটাৎ-ই মনে হল একটা গোঙানির মত আওয়াজ যেন । এবার গলা বাড়িয়ে গেট আর পাঁচিলের বাইরে টর্চ মারতেই চোখে পড়ল । পাঁচিল ঘেঁষে একটা লোক ঠান্ডায় দলা পাকিয়ে একটা ছেঁড়া বস্তা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে । কাঁপছে, আর থেকে থেকে গলা দিয়ে কোঁ কোঁ শব্দ করছে । মায়া হল আপনার । এই ঠান্ডায় খোলা আকাশের নীচে একটা মানুষ !! .... কিন্তু একেবারে গেটের কাছে যে ! চোর ছ্যাঁচ্চোড়ও তো হতে পারে ।

‘‘এই, কে ওখানে ? এইখানে এসে শুতে কে বলল ? ওঠো, চলো, কুইক !’’ -- আপনি তাড়া দিলেন । লোকটা অতি কষ্টে বস্তা ফাঁক করে ভাঙা-চোরা ক্লিষ্ট মুখটা বের করল । মিন মিন করে বলল -- ‘‘চলে যাবো বাবু । আলো ফুটলেই চলে যাবো ।’’
-- ‘‘ না না । এখনি ওঠো । ... কই, কী হল ? ’’ লোকটা করুণ গলায় বলল -- ‘‘ এই রাতে কোথায় আর যাবো বাবু , এই কোণা-টুকুন’টায় তো শুয়ে আছি !’’

আপনি এবার গলা চড়ালেন -- ‘‘ সে আমি কি জানি ! বেড়ে আবদার । কাটো এখ.খুনি । যাও, বাজারের বারান্দায় চলে যাও ।’’
-- ‘‘ ওখানে তো বাবু শুতে দিচ্ছে না ।’’
-- ‘‘ আরে জ্বালা, ভাগো বলছি ! ... ’’
লোকটা উঠল । গায়ের বস্তা আরো চেপে জড়িয়ে নেমে গেল অন্ধকার রাস্তায় ।

আপনি লাইট নিবিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন । টমিকে দেখলেন দিব্যি ঘুমোচ্ছে, শীতে আর কাঁপছে না । আপনি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লেন, লোকটার কথা ভুলে গেলেন ।
কেন আমরা ভুলে যাই ?

৩

টি ভি'তে 'খবর' দেখছিলেন । শ্যামপুকুরের তের বছরের 'পূজা'কে নির্মমভাবে ধর্ষণ করেছে পাড়ারই 'কাকু' শঙ্কর । শঙ্কর শ্যামপুকুর এলাকার 'দাদা' , নটোরিয়াস এলিমেন্ট, ওপরমহলে যাতায়াত আছে ।

শ্যামপুকুর থানা প্রথমে ডাইরি নিতে চায় নি, ভাগিয়ে দিয়েছিল । পূজা'র নিম্নবিত্ত নিরীহ বাবা-মা পাড়ার মাতব্বরদের দুয়ারে দুয়ারে গেছেন । কেউ সাহায্য করেনি, বলেছে - চেপে যাও । প্রতিবেশীরা ভয়ে চুপ । শেষে রুনার মা আর এক কাকিমা সারাদিন থানায় ধর্না দিয়ে বসে থেকে এফ আই আর করাতে পেরেছেন শঙ্করের নামে । মেয়েটার ডাক্তারি পরীক্ষাও করানো গেছে দু'দিন পরে । পরিষ্কার ধর্ষণ বলে রিপোর্ট দিয়েছেন হাসপাতালের ডাক্তারবাবু ।

কিন্তু শঙ্করের গ্রেপ্তারের কোনো নামগন্ধ নেই । সে পাড়ায় বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে । পুলিশ বলছে পাওয়া যাচ্ছেনা, অ্যাব.সকন্ডিং । একবার ক্যামেরার সামনে দিয়েও হেঁটে গেল শঙ্কর -- শটটা বড় করে দেখানো হল টি ভি'র পর্দায়, আপনি দেখলেন । ... ওদিকে ছোট্ট মেয়ে পূজার কথা বন্ধ হয়ে গেছে আতঙ্কে ; চোখ দিয়ে শুধু টপ. টপ. করে জল পড়ে ।

ওর বাবা-মা সর্বত্র ছোটাছুটি করছেন । ভয় পেলেও হাল ছাড়েননি । শঙ্করকে কেন ধরবে না পুলিশ ? পাড়ার ক্লাব, পার্টি অফিস, মহিলা সমিতি, এমনকি রাইটার্স পর্যন্ত গেছেন ওরা বিচারের আর্জি নিয়ে । কিছু হয় নি । শঙ্করকে এখনো ধরেনি পুলিশ ।

খবরটা দেখতে দেখতে কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছিলেন আপনি । আপনার তের বছরের কন্যা এসে ধাক্কা দেয় -- আর কত টি ভি দেখবে, যাবে না ? আমি কিন্তু রেডি ।
-- কোথায় ?
-- বা রে ! ভুলে গেলে ? সিটি সেন্টার যাবো না আমরা সবাই মিলে ? দেরিতে গেলে ওখানে 'ফান গেম'-এ লাইন পড়ে যায় । চল চল .... ।

আপনি রিমোটে টি ভি বন্ধ করলেন । চটপট তৈরি হয়ে নিলেন আহ্লাদী মেয়ের তাড়নায় । তারপর সপরিবারে বেরোলেন - সিটি সেন্টার । ভুলে গেলেন অন্য মেয়ে পূজার কথা ।

কেন আমরা ভুলে যাই ?

৪

সেদিন ওষুধ কিনতে গিয়ে দেখেন বিরাট ঝামেলা চলছে । একজন নিম্নবিত্ত ক্ষয়াটে চেহারার মহিলা, বাড়ির কাজের মেইড মনে হল, হাউ হাউ করে কাঁদছে আর কপাল চাপড়াচ্ছে । পাশে এক ভদ্রবেশী যুবক দোকানদারের সঙ্গে উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি করছে । পেছনে তিন-চার জন ভিড় করেছে -- তারাও বেশ ক্ষিপ্ত ।

মহিলার ছোট মেয়েটা মারা গেছে । ডাক্তার বলেছে যে-ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে তার নাকি ডেট এক্সপায়ার করে গেছিল, ডাক্তারবাবু সে কথা প্রেসক্রিপশনে লিখেও দিয়েছেন । এই দোকান থেকে কেনা । ..... দোকানদার ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বলছেন - '' বারবার এক কথা । কে বলল আমার এখান থেকে কেনা ?

প্রমাণ কই ? আমরা ডেট এক্সপায়ার করা ওষুধ বেচি না ।'' যুবক চড়া গলায় বলছে - '' বেচেছেন তো ! ওরা রেগুলার আপনার দোকান থেকে ওষুধ কেনে । গরীব মানুষ । এই মহিলার কোলে শুয়ে বাচ্চাটা মরে গেল অত টাকার ওষুধ
খেয়েও । ভেবে দেখেছেন একবার ? উনি কি মিথ্যে কথা বলছেন ? ''
-- তা কে জানে । ক্যাশমেমো কই ? এতবার বলছি, ক্যাশমেমো তো দেখাতে পারছেন না ; দোকানে এসে হামলা করছেন ।
-- বাজে কথা ছাড়ুন । ক্যাশমেমো দেন আপনারা ? দিব্যি ফটাফট উইদাউট মেমো ওষুধ বেচছেন ! এরা তেমন
লেখাপড়া জানে না বলে যা খুশি তাই করবেন ? আপনার ওষুধের পেটি আমরা চেক করব ।
দোকানদার এবার গলার স্বর পাল্টে চোখ পাকিয়ে বললেন -'' দেখুন, ... বাড়াবাড়ি করবেন না । দরকার হলে পুলিশে যান । আমার স্টক চেক করার আপনি কে ?'' যুবক ভয় পাওয়ার পাত্র নয় । সে-ও চোখ পাকায় -- '' থামুন । আমাদের সব বুদ্ধু পেয়েছেন, না ! পুলিশকে তো খাইয়ে রাখেন, জানি না ভেবেছেন ? দেশে আইন কানুন থাকলে কি আর ..... ''

আপনি দেখলেন এ ঝামেলা সহজে মেটার নয় । চেনা দোকান । এই দোকানদার ভদ্রলোকের লোকাল পার্টি অফিসে যাতায়াত আছে । দরকার কি বাবা ! আপনি বুদ্ধিমান লোক । ছোকড়া কর্মচারীটাকে কাউন্টারের কোণায় ডেকে নিলেন ইসারায় -- '' দে ভাই চটপট এক পাতা জেলুসিল । এমনিতেই সকাল থেকে পেটটা গোলমাল করছে, তার
ওপর এইসব ..... ।''

চলে এলেন ওষুধ নিয়ে । বাড়ী এসে একটা বড়ি চিবিয়ে নিলেন , ফ্রিজের ঠান্ডা জল মিশিয়ে এক গ্লাস মেরে দিয়ে
লম্বা একটা ঢেকুর তুললেন । বলে দিলেন -- রাতে একদম হাল্কা কিছু খাবেন । তারপর টি ভি ছাড়লেন । ভুলে
গেলেন ওষুধের দোকানের ঘটনাটা ।

কেন আমরা ভুলে যাই ?

৫

রবীন্দ্রনাথ আপনার প্রাণ । সুখে দুঃখে বিষাদে অবসাদে আর কেউ না থাকুক, রবীন্দ্রনাথ আছেন । বছরে বার-কয়েক শান্তিনিকেতন না গেলে আপনার মন ছটফট করে ।

সেদিন পাড়ায় আড্ডা হচ্ছিল । কথা উঠেছিল এই শান্তিনিকেতন নিয়েই । সব লোপাট হয়ে যাচ্ছে ; নোবেল চুরি তো কোন ছাড়, রবিঠাকুরের হৃদয় জড়িয়ে থাকা মাঠ ময়দান খোয়াই বিক্রি করে দিচ্ছে সরকার অম্বুজা, নেওটিয়া, পিয়ারলেস-এর কাছে । ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট আর অভিজাত আবাসন হবে, প্রমোদ-উদ্যান হবে, লাহাবাঁধের জলে বার-রেস্তোঁরা হবে, গল.ফ কোর্ট হবে -- একেবারে অত্যাধুনিক ঝলমলে উপনগরী গড়ে উঠবে ।

দু'একজন তর্ক তুললেন -- এ তো হবেই । উন্নয়ন কি ঠেকিয়ে রাখা যায় ? পৃথিবীর সব দেশেই এখন আধুনিকতার জোয়ার । আমরাই শুধু এখানে নড়বড়ে বিশ্বভারতী, নেড়াখোঁড়া খোয়াই, আর আদিবাসী সাঁওতাল নিয়ে পড়ে থাকবো , সেটাও ত' কোনো কাজের কথা নয় ।

রাগে গা জ্বলে যায় আপনার । সংযত গলায় বলেন - তা বলে উন্নয়নের নামে 'হেরিটেজ'-কে হত্যা করা হবে ? রবীন্দ্রনাথও বিক্রি হয়ে যাবে ? হারিয়ে যাবে রবিঠাকুরের অন্তরাতমা ? ভাবা যায় ! ... আরে সংরক্ষণটাও ত' উন্নয়ন,
না কি ? সরকারের সেটাই ত' করা উচিত ছিল সবার আগে ।

অনেকে বললেন -- তা ঠিক, তা ঠিক । কিন্তু আমরা এখানে বসে আর কী করতে পারি বলুন !
-- অন্তত আপত্তিটা জানাতে পারি । আর কিছু না পারি , আমরা প্রত্যেকে একটা করে প্রতিবাদের চিঠি পাঠাতে পারি আচার্য প্রেসিডেন্ট আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে -- এই সর্বনেশে কর্মকান্ড বন্ধ করার আর্জি জানিয়ে -- প্রত্যেকে । এ ত' আমাদের নৈতিক কর্তব্য ।

আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন । প্রেসার টেসার বেড়ে যাবে আবার । পাশের ভদ্রলোককে বললেন - চলুন, এবার ওঠা যাক ।

..... দু'দিন পরে বোন সপরিবারে এসেছিল দেখা করতে । ভগ্নীপতি কথায় কথায় বলল -- দাদা, একসময় আপনি বলেছিলেন না কলকাতার বাইরে ছিমছাম পরিবেশে একটা ছোট বাড়ি পেলে নেবেন । বললেন -- হ্যাঁ , সে ত' এখনো বলি । কিন্তু বললেই আর পাচ্ছি কই !
-- আছে । নেবেন ত বলুন । দারুণ স্পট । শান্তিনিকেতনের প্রান্তিকে বেঙ্গল পিয়ার্লেসের গৃহ-প্রকল্প শুরু হচ্ছে ।
ওরা বিজ্ঞাপন দেবে পরে । এখন ভেতরে ভেতরে প্রভিশনাল বুকিং হচ্ছে । বলেন ত' লাগিয়ে দি ।
আপনি চুপ করে আছেন । ভাবছেন একটু । করিৎকর্মা ভগ্নীপতি আবার বলল -- ভাবছেন কী ? এ সুযোগ হাতছাড়া হলে কিন্তু আর পাওয়া শক্ত । তখন বোকা ব'নে যাবেন ।
আপনি এবার বলেই দিলেন -- বেশ, দাম-পত্তর সাংঘাতিক না হলে লাগিয়ে দাও । অনেক দিনের একটা ইচ্ছা পূরণ হবে ।

আপনি ভুলে গেলেন প্রতিবাদের চিঠি পাঠানোর কথা ।

কেন আমরা ভুলে যাই ?

৬

সকালে চায়ের টেবিলে কাগজ খুলেই খবরটা দেখলেন । প্রসূতি মা তার সন্তানের জন্ম দিয়েছেন হাসপাতালের বাইরে, গাছের নিচে । গতকাল রাতে তাকে আনা হয়েছিল, ভর্তি করা হয় নি, হাসপাতালে বেড নেই । স্বামী দিনমজুর । সঙ্গীসাথী নিয়ে প্রচুর হাতেপায়ে ধরেও কিছু করতে পারেন নি । শিশু ভূমিষ্ঠ হল রাত্রে ... খোলা আকাশের নিচে ।

কাগজটা ভাঁজ করলেন । কাজ আছে । শাশুড়ির অ্যানিমিয়া, বাত, প্রেসার .. ভুগছেন খুব । ভর্তি করে অবজার্ভেশনে রাখতে হবে কদিন । হাসপাতালে বেড পাওয়ার ঝামেলা খুব । ডাক্তারবাবু বলেছেন - নিয়ে আসুন , চেষ্টা করব , আজকাল ত' বোঝেনই, সব টাউটের রাজত্ব , পার্টির খবরদারি । ....ভাগ্নেটা সবে হাউস স্টাফ হয়েছে সদর হাসপাতালে, ওর কিছু চেনাজানা আছে বলছিল । ওকে আসতে বলেছেন আপনি । তবু ভরসা ত' নেই । পাড়ার কাউন্সিলার ভদ্রলোক দু'নম্বরি করেন আপনি জানেন, কিন্তু কাজের লোক, বেশ ভদ্র ব্যবহার । আপনি উঠে ফোন করলেন -- ' ব্যবস্থা একটা করে দিতে হবে দাদা ।' উনি বললেন -- ' নিয়ে যান তো, দেখি কি করা যায় ।'

এবার গাড়ি ডেকে শাশুড়িকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে । একটু বসে থাকতে হল বটে, তবে ভর্তি করা গেল একটা রিজার্ভ বেড-এ । আপনি হাফ ছেড়ে বাঁচলেন । একটা সিগারেট ধরালেন । ...কখন যেন ভুলে গেলেন সেই বেড না-পাওয়া দরিদ্র প্রসূতি মায়ের কথা ।

কেন আমরা ভুলে যাই ?

৭

অটোর পেছনের সিটে চাপাচাপি করে বসে আছেন তিন জন -- ডানদিকের কোণায় উনিশ-কুড়ি বছরের সুশ্রী সুবেশা এক তরুণী, মাঝে বড় সাইজের মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক, বাঁ দিকে আপনি । মেয়েটা কোণায় সিঁটিয়ে বসে উসখুস করছে, অস্বস্তি প্রকাশ করছে - মাঝেমাঝেই । একটু আড়চোখে লক্ষ্য করতেই আপনি দেখলেন মাঝের ভদ্রলোক নানা কৌশলে মেয়েটির গায়ে হাত লাগানোর চেষ্টা করছে । কখনো কনুই বাড়িয়ে, কখনো পিঠের ওপর হাত দিয়ে । আপনি যতবার দেখছেন, নিজেরই অস্বস্তি হচ্ছে ।

একবার মেয়েটি সাহস করে বলল --একটু ঠিক করে বসুন ত' ! ভদ্রলোক নড়েচড়ে ঠিক সেভাবেই বসে রইল, প্রায় মেয়েটির ঘাড়ের ওপর । অন্ধকার রাস্তায় হু হু করে দৌড়চ্ছে অটো । এবার হঠাৎ মেয়েটা চেঁচিয়ে ওঠে - এ কি ! কী করছেন আপনি ? হাত সরান !! অসভ্য লোক । লজ্জা করে না আপনার ? ....লোকটা আচমকা থতমত খেয়ে যায় । তার পরই স্বরূপ বেরোয় ; চোখ পাকিয়ে আঙুল তুলে বলে -- এ-ই ! একদম বাজে কথা নয় । কী করেছি আমি, অ্যাঁ ? কী করেছি ?
-- খুব ভালো করেই জানেন কি করেছেন । তখন থেকে ......মেয়েটির গলা ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে ।
-- চোপ. ! একদম চেঁচাবেন না । একলা রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াবে আবার বেশি সতীপনা হচ্ছে, না ?

এ কি অন্যায় কথা - আপনি মনে মনে বলেন , কিন্তু চুপ করে থাকেন । সামনে ড্রাইভারের দু'পাশে দুই তরুণ । পেছন ফিরে তারা একবার দেখে, তারপর আবার সামনে মুখ ঘুরিয়ে নেয় । নির্বিকার । একজন ফিক করে একটু হেসে দেয় ।

মেয়েটা চুপ মেরে গেছে, নিশ্চই ভয় পেয়েছে খুব ।... আপনার কি কিছু বলা উচিত ? ঠিক করতে পারছেন না, খারাপ লাগছে । লোকটা অবশ্য গুন্ডা-পান্ডা দেখতে কিছু নয়, পাতি বড়সড় চেহারা । তবু যদি বলে - আপনার কী, আপনি নাক গলাতে আসছেন কেন -- তবে ?

ভাবতে ভাবতে দেখেন স্টপেজ পার হয়ে যাচ্ছে । - এ ভাই, এখানে , নামবো । হ্যাঁ, এইখানে ।
আপনি নেমে যান । অটো আবার চলতে শুরু করে । এবার পেছনের সিটে , অন্ধকারে, মেয়েটি একা পড়ে যাবে ওই লোকটার খপ্পরে ।

আপনি হাঁটা দেন ঘরের দিকে । ভুলে যেতে চান .....

কেন ? কেন এভাবে পালিয়ে যাই আমরা ? ওই একলা মেয়েটা ত' আপনার নিজের মেয়েও হতে পারতো, তাই না ?

৮

আপনার এলাকায় গণ্যমান্য লোক থাকেন বেশ কয়েকজন । উচ্চশিক্ষিত, প্রখ্যাত, প্রতিষ্ঠিত সব বড় মানুষ ।

এলাকার গর্ব ছিলেন এনারা। কিন্তু দিনকাল যেন কিভাবে পাল্টে যাচ্ছে দ্র ত। . . . সবাই জানে, আপনার অতি পরিচিত এক শিক্ষাবিদের পি.এইচ.ডি ডিগ্রীর জালিয়াতি প্রকাশ পেয়ে গেছে, আদালতে মামলা চলছে ; একজন চাম্পিয়ান মেডেল-জয়ী অ্যাথলিটের নাম জড়িয়ে গেছে এলাকারই একটি 'মধুচক্রে'র নোংরা ব্যবসার সঙ্গে ; কুখ্যাত সমাজবিরোধী হাতকাটা দিলীপ বুল্টন পলাশ পিনাকী দীর্ঘদিন ধরে আশ্রয় প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে এলাকারই এক জনপ্রিয় মন্ত্রী আর এম.পি.'র কাছে। এসব জানার পর মনে মনে আপনার অশ্রদ্ধা হয়, ঘেন্না হয়। কিন্তু কি-ই বা করবেন ? আপনি আর কী করতে পারেন ?

সামনে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান আছে পাড়ার ব্লক-সমিতির। বিরাট করে ফাংশান হবে, ছোটদের পুরস্কার বিতরণী হবে।
একাধিক টিভি চ্যানেল আসবে, রিপোর্টার আসবে, এলাহি ব্যাপার। আপনিও আছেন কিছু ছোট দায়িত্বে। এখন
শুনছেন ওই অনুষ্ঠানে সেই শিক্ষাবিদ, সেই মন্ত্রী, সেই এম পি, সেই অ্যাথলিট আসছেন প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। .... কী করবেন আপনি ? অনুষ্ঠানে থাকবেন না, বয়কট করবেন ? নাকি সব মন থেকে ঝেড়ে ফেলবেন, ভুলে যেতে চাইবেন যেসব জেনেছেন। কী করবেন ?

———————— • ————————

৯

আপনার ছোট্ট মেয়ে কিংবা ভাইপো অথবা নাত.নি'টার স্কুলে ভর্তির বয়েস এসে যাচ্ছে আর আপনিও দোটানায় পড়ে যাচ্ছেন -- ইংলিশ মিডিয়াম না বাংলা ? দিনকাল যা পড়েছে, ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন - চাকরি-বাকরি বা প্রতিষ্ঠার কথা এখন থেকেই ভাবতে হয়। খুঁটির জোর, টাকার জোর, গোপন লাইনের জোর সবার থাকে না, সে প্রবৃত্তিও আপনার নেই। নিজের চেষ্টাতেই ওকে দাঁড়াতে হবে ; চারপাশের প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে ভালো রেজাল্টের সঙ্গে চটপটে ইংরিজি বলতে না পারলে মনে হয় আজকাল ধোপে টেঁকা মুশকিল। কিন্তু কিছু ভাবনা ত আসেই : ' ড্যাডি-মামি-হাই-শিট 'মার্কা কালচারে যদি বড় হয়ে ওঠে বাচ্চাটা ? বাড়িতে আর কতটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে ! নিজের ভাষা, নিজস্ব কালচার ভুলে যাবে নতুন প্রজন্ম , এটা কি খুব সহজে মেনে নেওয়া যায় ?

অন্যদিকে, ..বাংলা মিডিয়ামে পড়ে কি মানুষ হওয়া যায় না ? আমি-আপনি কি আপাদমস্তক বাঙালী হয়ে সমাজে
মর্যাদা নিয়ে বাঁচি না ? মাতৃভাষার কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের প্রত্যেকের যে দায়িত্ব রয়েছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাহলে নিজের ঘরের ছেলেমেয়েকে ইংরিজিনবীশ কালচারের দিকে ঠেলে দেওয়া কি ঠিক ? অবশ্য আজকাল ইংলিশ মিডিয়াম সব স্কুল-ই যে বাংলা-বর্জিত 'ট্যাঁশ'-মার্কা তা নয়, তবু চালিয়াতির একট প্রবণতা থেকে যায় হয়তো।

আসল কথা হল সন্তান ঠিকমত মানুষ হবে কিনা, যুগের ঝড়-ঝাপটার মুখে ঠিকমত দাঁড়াতে পারবে কিনা। সেখানে
আধুনিক ইংরিজি-প্রধান শিক্ষা ভালো, না কি বাংলার ঘরোয়া কালচারে বড় হয়ে ওঠা ভালো ?

আপনি কী বলেন ? আপনার কী মত ?

———————— • ————————

সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে দিনকে দিন জাঁকজমক, লোকদেখানো জৌলুষ, আর অর্থব্যয়ের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। আপনাকে পীড়া দেয়। যাদের বিত্ত বা আর্থিক সঙ্গতি কম, তাদের সংকট বেশি, কারণ সমাজে মুখ রাখতে ক্ষমতার বাইরে গিয়ে আয়োজন করতে হয়। যেমন, অনিচ্ছা থাকলেও বেশি দামের উপহার নিয়ে না গেলে মুখ থাকেনা সমাজে। .... এই সব ব্যাপারগুলোই আপনার কাছে অসহ্য লাগে। এমনিতেই বিয়ের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো প্রাচীনত্বে ভরপুর, অবৈজ্ঞানিক, অনেক ক্ষেত্রে অমানবিক (যেমন ঘটিবাটির সঙ্গে কন্যাদান, পিতার কাছে ঋণ শোধ)। সারা পৃথিবীতেই যখন রেজিষ্ট্রি বিয়ে গ্রাহ্য এবং আইনসঙ্গত, সেখানে আমরা অন্ধকার যুগের প্রথা ধরে রেখে ঐতিহ্যের বড়াই করছি। এইসব সামাজিক প্রথা আর অনুষ্ঠান যেন সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

আপনি চারপাশে আপনার সহমতের লোক বেশি খুঁজে পান না। আপনার যুক্তি ফেলতে পারেন না কেউ-ই, তবু আসল জায়গায় সবাই সমঝোতা করেন। সমাজের চলতি প্রথায় ভন্ডামি আছে জেনেও কেউ নিজে থেকে ভাঙতে চান না। অথচ যুক্তিসঙ্গত সুস্থ প্রথা সমাজে চালু করতে গেলে তো কাউকে-না- কাউকে এগিয়ে আসতে হবেই !

আপনি কী করবেন -- প্রথাগত এলাহি আয়োজনের অনুষ্ঠান বর্জন করবেন ? তাহলে আবার একঘরে হয়ে যাওয়ার ভয়। নিজের পরিবারের লোকেরাও ত' সবাই আপনার সহযাত্রী না-ও হতে পারেন ! তাহলে ? কী মত আপনার ?

১১

আপনাদের মেয়েটা বেশ ভালোই হচ্ছে। পড়াশুনায় নিজে থেকেই মনোযোগী। বলতে হয় না। স্বভাব-ও বেশ ভালো হয়েছে : সাদাসিধা, মড কালচারে কোনো টান নেই, বন্ধুবৎসল, গরিব-গুর্বোদের প্রতি দরদ আছে আপনারা
লক্ষ্য করেছেন। তবে মাঝে মাঝে আপনাদের চিন্তা হয় -- এই নির্দয় স্বার্থপর দুনিয়ায় এত ''ভালো'' থেকেও
লড়তে পারবে তো ? প্রতারিত হবে না তো ?

মেয়ের ফাইনাল পরীক্ষা কাছে এসে গেল, বাবা-মা-মেয়ে সবাই মিলে পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে। ... সকাল থেকে মেয়েটা আপসেট। ওর হিস্ট্রির খাতাটা পাচ্ছে না। প্রায় গোরু-খোঁজা চলছে তিন জনে মিলে। কোথায় গেল !
হঠাৎ-ই মেয়ে বলল -- ''মনে পড়েছে। তিতিরকে দিয়েছিলাম।..''
- ''মানে ? আবার তুই খাতা দিয়েছিস ? এতবার করে বলি নিজের নোটের খাতা অন্য কাউকে দিবি না, খেয়াল
থাকে না, না ?'' মা বকতে শুরু করে।
- ''কী হয়েছে ? ও বেচারা পরপর দুটো ক্লাস মিস করেছে। তাছাড়া জানোই ত' তিতির আমার কত ভালো বন্ধু।''
- ''সে যত ভালো বন্ধুই হোক। ফাইনালে তোমাকে কমপিট করতে হবে, হাই স্কোর করতে হবে, নিজের খেটেখুটে তৈরি করা নোট বোকার মত অন্য কাউকে দিতে আছে ? কিছুই বোঝোনা না কি ?'' এবার বাবা-ও বিরক্ত।
- ''বুঝি বাবা। কিন্তু ওর যদি একটু উপকার হয় ...''
- ''থাক, অনেক হয়েছে। তোর উপকার কে করতে আসে, শুনি ? ওই ত , সেদিন বিদিশা-র থেকে অত করে
ম্যাথ.স-এর সাজেশনগুলো চাইলি, দিল ? দেখেও শিখিস না ?'' মা একেবারে মোক্ষম জায়গায় ধরে।

- ''ওঃ, বিদিশার কথা ছাড়ো ত' ! ও এক নম্বরের হিংসুটে মেয়ে । তিতির ওরকম নয় । ও একটা নোট চাইলে
আমি না করতে পারি না ।''
- ''পারতে হবে, না হলে নিজে মরবে । বলে দিবি খাতা খুঁজে পাচ্ছিস না !''
- ''বাঃ , মিথ্যে কথা বলে দেব ? তা কি হয় নাকি মা ?''
- '' কি করবে, দরকারে মিথ্যেই বলতে হবে । আজকাল সত্যবতী হওয়ার দিন কি আছে বাবা ? তোমার বন্ধু আগে না কেরিয়ার আগে, ভেবে দেখো ।'' বাবা গম্ভীর গলায় বলে চলে যায় অন্য ঘরে ।
মেয়ে চুপ করে থাকে । কী বলবে ও ?

আপনি কী বলবেন ? বাবা-মা মেয়ের ভালো চাইছেন । বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা ঠিক করছেন, না ভুল ?